রাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের আংশিক প্যানেল ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি

ছবি : কালের কণ্ঠ

রাকসু নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মুহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম। এ সময় রাকসুর ২৩টি পদের বিপরীতে ভিপি, জিএস ও এজিএসসহ মোট আটটি পদে প্রার্থিতা ঘোষণা করা হয়।

পড়ুন

আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ঘোষিত প্যানেল অনুযায়ী, আসন্ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে

সংগঠনটির রাবি শাখার সভাপতি মাহবুব আলম, জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে সহসভাপতি শরিফুল ইসলাম এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি (এজিএস) পদে সাধারণ সম্পাদক পারভেজ আকন্দ নির্বাচন করবেন।

প্যানেলের অন্য সদস্যরা হলেন জাহিদুল হাসান, আহসানুল ইসলাম শাওন, কাজিউল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে মুহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আমরা আমাদের এই প্যানেল ঘোষণা করলাম।’ তবে জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নিতেও আলোচনার সুযোগ আছে বলে মনে করে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।

ুন

রাজধানীতে চাপাতি ধরে সাংবাদিকের মোবাইল-মানিব্যাগ ছিনতাই

এ সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মদ মাহবুব আলম বলেন, ‘রাকসু নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাবে এবং ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিনের নেতৃত্বের সংকট কেটে যাবে।

’ রাকসু নির্বাচনে পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত ও আধিপত্য বিস্তার রোধে এবং স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ভোটকেন্দ্র হলের পরিবর্তে একাডেমিক ভবনে স্থাপনের জোর দাবি জানান।

ুন

এক বছরেও সচল হয়নি ৬৪ সিসিটিভি ক্যামেরা

তিনি আরো বলেন, তাদের এ প্যানেল থেকে নির্বাচিত হলে- শতভাগ আবাসন সুবিধা ও আবাসনের মান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ, রেজিস্ট্রার অফিসকে ডিজিটাইজ করা, নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও সহনশীল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত, গবেষণাত্তিত্তিক স্কলারশিপ ও ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি, হলে ডাইনিং ও ক্যান্টিনের খাবারের মান উন্নয়ন, বিভাগ ও হল পর্যায়ে দুর্নীতি ও হয়রানি বন্ধে ছাত্র-অভিযোগ সেল গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ ও স্কিল ট্রেনিং নিশ্চিতকরণ, সব ছাত্রসংগঠনের রাজনৈতিক সহাবস্থান ও গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এবং সকলকে সাথে নিয়ে একটি গণমুখী ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে প্রশাসনকে বাধ্য করার দীপ্ত প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।